সংবাদ

তারিখ 2 0 MAY 2007
পৃষ্ঠা ২০ কলাম

নীতিমালা ছাড়াই দেশে চলছে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকার সম্প্রতি বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৬টি শাখাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এ দেশে অবস্থিত বিদেশী ক্যাম্পাস পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। সরকারের এ ঘোষণার ফলে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে বর্তমানে চরম হতাশা বিরাজ করছে।

সম্প্রতি এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করেনি বিধায় অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চিহ্নিত করে তালিকা প্রকাশ করা হলো। কিন্তু বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীদের দাবি, তারা অনেকবার সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে আবেদন করে এবং শর্ত মেনেও অনুমোদন পায়নি। তাহলে কেন এখন তাদের কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণা করা হচ্ছে। তাদের ভাষ্য, সরকার যদি তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তাহলে তা মানতে তারা বাধ্য থাকবে। তাদের দাবি- যদি সরকার ঘোষিত নীতিমালা পালনে যদি কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশে অবস্থিত আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ক্যাসলের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর ড. সিরাজুল হক চৌধুরী সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। তবে যেহেতু এ ধরনের ক্যাম্পাস পরিচালনার জন্য বর্তমানে কোন নীতিমালাই নেই সেহেতু সরকার ওই প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে না।

তিনি বলেন, ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ক্যাসল, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির (ইউএসএস) মতো ভাল প্রতিষ্ঠানকে দেশে কাজ করার সুযোগ দেয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, ২০০৪ সাল থেকে তারা সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনসহ (ইউজিসি) সংশ্লিষ্ট সব মহলকে অনুমোদনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

ইউজিসির নির্দেশ অনুযায়ী তারা ২০০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ৫ কোটি টাকা জামানত হিসেবে ব্যাংকে জমা দেন এবং কমিশনের সব নীতিমালা পালনের অঙ্গীকার করেন। বর্তমানে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রোগ্রামে প্রায় ৬ শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের কোর্সগুলো পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক ক্লাসরুম, কম্পিউটার সুবিধাসহ ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগার, দইপত্র ও শিক্ষক রয়েছে। বর্তমানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধানমণ্ডিতে ২টি নিজস্ব বাড়ি রয়েছে। যা অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই নেই।

ড. সিরাজুল হক চৌধুরী আরও বলেন, বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসব বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব শিক্ষার্থীকে এ পর্যন্ত সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে তাদের সব ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করা আছে। তারাই একমাত্র বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা যারা একটি পূর্ণাঙ্গ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর অনেক শিক্ষার্থী ক্রেডিট ট্রান্সফার করে আমেরিকা, কানাডা, লন্ডন, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর অনেক দেশে পড়াশুনা ও চাকরি করছে। তিনি দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিদেশী ক্যাম্পাস বন্ধ করে নয় বরং সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে তাদের দেশের শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করতে দেয়া উচিত।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০৪ সালের ৫ আগস্ট শিখ/শাঃ১৪/৮ বে.বি-৪/২০০৪/৩১৬ সংখ্যক পত্রানুযায়ী গত ২০০৪ সালের ৬ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি সেন্টারটি ইউজিসির ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি সরজমিন পরিদর্শন করে। গত ২০০৫ সালের ৯ আগস্ট ইউজিসি ওই স্টাডি সেন্টারে এফিলিয়েশন সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান এবং গত ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সব কাজগপত্র ইউজিসিতে জমা দেয়া হয়।